শ্রী যোসেফ পুলিৎসার

বনি আমিন

প্রথমবারের মতো এবারোই জন্মগত কোন অষ্ট্রেলিয়ান জগৎ-বিখ্যাত পুলিৎসার পুরষ্কার পেলেন। সিডনী মর্ণিং হেরাল্ড এর প্রাক্তন সাংবাদিক শ্রীমতি জেরালডীন ব্রুকস চলতি বছর তার লিখিত 'মার্চ' বইটির জন্যে মহা-সন্মানিত এ পুরষ্কারটি অর্জন করলেন।

মার্কিন মূল্লুকে পুলিৎসার পুরষ্কারের সম্মান ও মর্যাদা গগনচুম্বি। সাংবাদিকতা ও লেখালেখির জগতে পুলিৎসার পুরষ্কারকে নোবেল মর্যাদায় গন্য করা হয়। সাংস্কৃতি ও চিত্রজগতে 'অষ্কার' পুরষ্কার যেমন কোন শিল্পী বা কলাকুশলী'র আজীবনের আরাধ্য চাওয়া-পাওয়া ঠিক তেমনি পুলিৎসার পুরষ্কারও বিশ্বসেরা সাংবাদিক ও লেখকদের চুড়ান্ত সাফল্যতা অর্জনের নিরলস এক সাধনা। একজন সাংবাদিক বা লেখকের শীর্ষ সন্মান ও জনপ্রিয়তার স্বীকৃতির প্রতীক পুলিৎসার পুরষ্কার।

শ্রী যোশেফ পুলিৎসার

মার্কিন সাংবাদিক ও প্রকাশক শ্রী যোশেফ পুলিৎসার ১৮৪৭ সনে বসন্তের কোন একদিনে মাকো নামে তৎকালীন অষ্ট্র-হাঙ্গেরীর একটি ইহুদী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। পরিবারের সবচেয়ে বড় সন্তান তিনি। বাবা শ্রী ফিলীপ পুলিৎসার ছিলেন একজন প্রতিষ্ঠিত খাদ্য আড়তদার ও ব্যবসায়ী। যোশেফের বয়স যখন ১১ তখন তার বাবা ফিলীপ ধরাধাম ত্যাগ করেন। যোসেফ পুলিৎসার তখন বুডাপেষ্ট এর একটি প্রাইভেট স্কুলে পড়তো। কিছু বছর পর শ্রী ম্যাক্স ব্লো নামের আরেকজন ইহুদী ব্যবসায়ীকে তার বিধবা মা পুনরায় বিয়ে করেন। ভাগ্যান্বেষনে ১৮৬৪ সনে মাত্র ১৭ বছর বয়সে সাংবাদিকতার এই মহীরুহ যোসেফ পুলিৎসার কপর্দকহীন হাতে মার্কিন মূল্লুকে প্রথম পা রাখেন। যৌবনে তিনি সৈনিক হওয়ার প্রগাঢ় স্বপ্ন দেখেছিলেন, কিন্তু দৃষ্টিশক্তির ক্ষীনতায় তার আবেদন অষ্ট্রিয়ান সামরিক বাহিনী বাতিল করেছিলেন। তার আরাধ্য পেশার আবেদনপত্রটি ফ্রান্স সামরিক বাহিনী কর্তৃকও পরিত্যাক্ত হয়েছিল। কিন্তু নবাগত হয়েও মার্কিন দেশে তিনি গৃহযুদ্বের আগ পর্যন্ত ফাষ্ট নিউ ইয়র্ক লিঙ্কন ক্যাভেলরীতে চাকুরী করেছিলেন। যোশেফ পুলিৎসার একাধারে জার্মান, ফ্রেঙ্গ ও হাঙ্গেরীয়ান ভাষায় লিখতে ও বলতে পারতেন। তবে গৃহযুদ্ধ সমাপনী পর্যন্ত ইংরেজীতে তার দক্ষতা তেমন ছিলনা।

আরো হাজারো-লাখো ভাগ্যান্বেষীর মতো যোশেফ মার্কিন দেশে ভাগ্যান্নোয়নের জন্যে বিভিন্ন পথে অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন। যুদ্ধ শেষে তিনি প্রথম সেন্ট লুইস বন্দরে একজন স্টিভেডর

হিসেবে ব্যবসা শুরু করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ভুপাতিত হয় যায় তার শ্রমিক-তেজারতি। অতপর ১৮৬৬ সনের দিকে আরসেনাল আইল্যান্ড এর একটি রেস্তোঁরায় রাতে ওয়েটারের কাজের পাশাপাশি দিনে চন্ডাল হিসেবে কলেরার মৃত লাশ দাফনের কাজে নিয়োজিত হন। সময়ের স্রোতধারায় ধীরে ধীরে তিনি ওয়েষ্টলী পোষ্ট নামক সেন্ট লুইসের জার্মান ভাষাভাষী একটি পত্রিকায় রিপোর্টার হিসেবে চাকুরী লাভ করেন। তার কর্মদক্ষতা ও রির্পোটিং ক্ষমতা দেখে তার সহকর্মীরা মন্তব্য করতো, 'যোসেফ ইশ্বর প্রদত্ত একজন মেধাবি সাংবাদিক।' ১৮৬০ সনে তিনি মার্কিন মূল্লুকের রাজনীতিতে যোগ দেন এবং পাশাপাশি আইনবিদ্যা অধ্যায়ন করেন। আইনব্যবসা তিনি বেশিদিন থাকেননি। ১৮৬৯ এ তিনি মিসৌরী লেজিসলেচার হিসেবে নির্বাচিত হন। ১৮৭৪ সনে ওয়াশিংটন ডিসি বার কাউন্সিলে তিনি অন্তর্ভুক্ত হন একই সাথে তখন নিউ ইয়র্ক সান এর একজন সংবাদদাতা হিসেবে তিনি কাজ করেছিলেন। এদিকে ১৮৭১ সনে তিনি ঐ পত্রিকার একজন অংশিদার হিসেবে নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হন। ১৮৭৭ সনে শ্রীমতি কেট ডেভিস নামে এক সুন্দরী তরুনীর পানী গ্রহণ করেন তিনি। ১৮৮৫ সনে তিনি নিউ ইয়র্ক থেকে কংগ্রেসের জন্য নির্বাচিত হন, কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যে তিনি ঐ পদ থেকে ইস্তফা দেন। পুর্বের প্রকাশনা সংস্থার ব্যবস্থাপনা পর্ষদ থেকে নিজেকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে নিয়ে বছর দু' পরে তিনি ইভেনিং ওর্য়াল্ড নামে নিউ ইয়র্ক এ একটি পত্রিকা চালু করেন। প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি বয়সে আঘাতজনিত কারনে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারান, কিন্তু তারপরেও তিনি সমগতিতে তার প্রকাশনা সাম্রাজ্য চালিয়ে যান।

শ্রী উইলিয়াম হার্ষ্ট

উইলিয়াম হার্ষ্ট এর ভালোবাসা ও স্বপ্নরানী সুন্দরী মেরীয়ন ডেভিস

তাঁর সহযোদ্ধা ও সম সাময়িক প্রকাশনা মালিক শ্রী উইলিয়াম র‍্যান্ডলফ হার্ষ্ট সহ মার্কিন মূল্লুকে তিনি ভিন্নমাত্রার সাংবাদিকতা উপস্থাপন করেন যা তাদের কট্টর সমালোচক ও শত্রু পক্ষ 'হলুদ সাংবাদিকতা' নামে আক্ষায়িত করে। সংবাদ শিরোনাম হিসেবে শ্রী পুলিৎসার চমকপ্রদ শব্দ, অদ্ভুত বাক্য ব্যবহার ও ব্যাঙ্গাত্মক কার্টুন ছেপে খেটে-খাওয়া জনতা ও মজদুর সম্প্রদায়কে পাঠক হিসেবে আকৃষ্ঠ ও অনুপ্রানিত করতেন। ১৮৯৮ সনে শ্রী পুলিৎসার তার প্রকাশনা সংস্থার জন্যে একটি রঙিন ছাপা-যন্ত্র খরিদ করেন, অতপরঃ পূর্ণমাত্রার সংবাদপত্র প্রকাশ করে তৎকালীন সংবাদ-প্রকাশনা জগতে একধরনের বিস্ময় তিনি সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর প্রকাশনা নিউ ইয়র্ক সানডে ওয়ার্ল্ড এর প্রতিটি কর্মী ও সাংবাদিককে অবাদ স্বাধীনতা দিয়ে সৃজনশৈলী একটি জগৎ সৃষ্ঠি করেছিলেন। তার সহযোদ্ধা ও সমসাময়িক প্রতিদ্বন্দী হলেও নিউ

ইয়র্ক জার্নাল পত্রিকার প্রকাশক শ্রী উইলিয়াম র‍্যান্ডলফ হার্ষ্ট নিউ ইয়র্ক সানডে ওয়ার্ল্ড এর বর্নাঢ্য প্রকাশনা ও সৃজনশীলতা দেখে চমকিত হতেন। হার্ষ্ট - পুলিৎসার পত্রিকা জুটি ১৮৯৮ সনে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট মেকেনলীকে স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা দেয়ার আহ্বান করে প্রকাশনা জগতে তাদের অপরিসীম ক্ষমতা দেখিয়ে দিয়েছিল। হার্ষ্ট - পুলিৎসার প্রকাশনা যুদ্ধ বিংশ শতাব্দির শৈশবকাল অবদি গড়িয়েছিল।

আধুনিক সাংবাদিকতার জনক শ্রী যোসেফ পুলিৎসার বসন্তের এক রোদ ঝলমলে দিনে সমুদ্রের নীলাভ জলরাশির বুকে যখন তার প্রমোদতরীতে সমুদ্রবিলাসে ভাসছিলেন তখন আচানক হৃদক্রিয়া স্তব্ধ হওয়ার কারনে ছেড়ে দেয়া নিশ্বাসটিকে তিনি আর শ্বাস হিসেবে টেনে আনতে পারেননি। দিনটি ছিল ১৯১১ সনের ২৯ অক্টোবর।

বিশ্ব সাংবাদিকতার মল্লক্ষেত্রে যোশেফ পুলিৎসার ও উইলিয়াম র‍্যানডল্ফ হার্টস নুতন ধারার প্রবর্তক। তাদের এ ধারার সাংবাদিকতা সারা বিশ্বে তখন বেশ ঝড় তুলেছিল। পুলিৎসার তার লেখনী ক্ষমতা ও ক্ষুরধার কলম দিয়ে নিপীড়িত জনতা ও পদদলিত গনতন্ত্রের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন। তার লেখাতে তিনি শ্রমজীবি ও মেহনতি জনতার কথা বলেছিলেন। তার লেখনীর প্রতি পরতে পরতে তৎকালীন বুর্জুয়াশ্রেণী শোষক, দুর্নীতিগ্রস্থ শাষক ও একচেটিয়া বেনীয়াগোষ্ঠির বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ পেত। শ্রী পুলিৎসার সাংবাদিকতা পেশায় একটি সৎ ও সাহসী ধারার জন্ম দিয়ে সারা বিশ্বে আজো অমর হয়ে আছেন। মার্কিন মূল্লুক তথা সারাবিশ্বের অতি-সন্মানীয় পুরষ্কারটি তার অবদানের সে স্বাক্ষর আজো বহন করছে।

কার্টুনিষ্টের চোখে যোশেফ পুলিৎসার

মৃত্যুপুর্ব তিনি তাঁর প্রানের-ইচ্ছার (উইল) মাধ্যমে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে 'স্কুল অব জার্নালিজম' নামে একটি অধ্যায়ন শাখা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। অতপরঃ সুইডেনের আলফ্রেড নোবেল এর পদাঙ্ক অনুসরন করে তিনি সাংবাদিকতা, সাহিত্য, নাটক ও সংগীত বিষয়ে প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বদের স্বিকৃতী প্রদান স্বরূপ 'পুলিৎসার পুরষ্কার' এর প্রবর্তন করেন। পুলিৎসার পুরষ্কারের আর্থিক মূল্যমান প্রাথমিকভাবে পাঁচ লক্ষ ডলার ছিল এবং এ পুরো অংকটি তার সঞ্চিত অর্থ থেকেই দান করা হয়েছিল।

গত সোমবার ১৭ই এপ্রিল ২০০৬ অবধি কোন অষ্ট্রেলিয়ান কোন বিষয়ে বিশ্ববিখ্যাত এই পুলিৎসার পুরষ্কার অর্জন করতে পারেননি। কিন্তু শ্রীমতি জেরালডিন ব্রুকস তার লিখিত 'মার্চ' বইটি দিয়ে তা এবার জয় করে নিলেন। শ্রীমতি ব্রুকস ১৯৫৫ সনে সিডনীতে জন্মগ্রহন করেন। ১৯৮৩ সনে নিউ ইয়র্ক এর কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় তিনি স্নাতোকত্তর ডিগ্রী সমাপন করেন। ১৯৮৩-১৯৯৪ সন পর্যন্ত তিনি বিদেশী প্রতিনিধি হিসেবে ওয়াল ষ্ট্রিট জার্নাল এ কাজ করেছিলেন। দীর্ঘ এ সাংবাদিকতা সময়ে তিনি মূলত মধ্যপ্রাচ্য সংকট, বর্ণদাঙ্গা ক্ষতবিক্ষত আফ্রিকা ও জাতিবিদ্বেষে বিদ্ধস্ত বজনিয়া-হার্জেগোবিনা সম্পর্কে

বহু আলোচিত রিপোর্ট করেছিলেন। এ সময়-বন্ধনটিতে তিনি একবার ফ্রান্সের গুপ্তচর সন্দেহে নাইজেরীয়াতে কিছুদিন কারাবাস করেছিলেন। ১৯৮৪ সনে শ্রী টনি হরউইজ নামের একজন মার্কিন সাংবাদিক ও প্রকাশককে তিনি বিয়ে করেন। দু সন্তানের জননী শ্রীমতি ব্রুকসের প্রথম বই 'নাইন পার্টস অব ডিজায়ার' ১৯৯৫ সনে প্রকাশিত হয়, তারপর ১৯৯৮ সনে 'ফরেন করোসপন্ডেন্স' নামে তার দ্বিতীয় বই বাজারে আসে। পুলিৎসার প্রাপ্ত 'মার্চ' বইটি ২০০৫ এ প্রথম প্রকাশিত হয় এবং প্রকাশোত্তর শুধু অষ্ট্রেলিয়াতেই এর চল্লিশ হাজার কপি বিক্রি হয়। শ্রীমতি ব্রুকস জন্মগত একজন অষ্ট্রেলিয়ান হলেও বৈবাহিক ও পেশাগত কারনে বরাবরই তিনি মার্কিন রাষ্ট্রে বসবাস করছেন। তবে তিনি নিজেকে শাশ্বত নারীর মতোই সর্বদা একজন অষ্ট্রেলিয়ান বলে গর্বিতভাবে দাবী করেন।

বনি আমিন, সিডনী
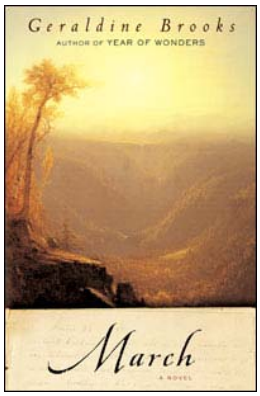
শ্রীমতি জেরালডিন ব্রুকস (উপরে) ও পুরষ্কার প্রাপ্ত তার বই 'মার্চ' (বামে)